[০৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত নিবন্ধ।]

# বাজেট ও ভোক্তা-স্বার্থ : কয়েকটি প্রস্তাবনা

*গোলাম রহমান*
*সভাপতি*
*কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।*

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জুনের প্রথমার্ধে কোন একদিন আগামী অর্থ বছরের বাজেট সংসদে উপস্থাপন করবেন। এরই মধ্যে বাজেটের পরিমাণ স্থির করা হয়েছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা।

**প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের সংস্থান কিভাবে হবে আর কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ যুক্তিযুক্ত হবে সে আলোচনা এখন সরগরম**। ইতোমধ্যে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, চেম্বার-ট্রেড এসোসিয়েশন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং এনবিআর পরামর্শ শুরু করেছে এবং তাঁরা তাঁদের মতামত ও প্রস্তাবাবলী সুবিবেচনার জন্য পেশ করছেন। **সবচেয়ে সোচ্চার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। তাঁরা 'ব্যবসা-বান্ধব' বাজেট চান। তাঁদের কথা, 'লাভ'-এর চাকা সচল থাকলে, অর্থনীতি চাঙ্গা থাকবে।**

**'ভোক্তা-সাধারণ' দেশের সর্ব বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠী। তাদের ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি বস্তুত অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। ভোক্তার চাহিদার সাথে পণ্য উৎপাদন এবং আমদানি-রপ্তানির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে আগামী বাজেট হতে হবে 'ভোক্তা-বান্ধব'। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয়ের সুষম বন্টন ও বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করে উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন বাজেটের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা সঙ্গত হবে।**

একটা সময় ছিল বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনের আগে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত থাকত। বাজেট প্রস্তাবনার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতো। পত্রিকার শিরোনাম হত "গরিব মারার বাজেট"। এখন সে অবস্থা নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেটের পর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তেমন একটা বাড়েনি। এর কৃতিত্ব মাননীয় অর্থমন্ত্রীর। **২০১৬-১৭ বছরের বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক করের হার এক বছরের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আমরা আশা করব ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটেও সাধারণ ভোক্তাদের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের ওপর বাড়তি কোন শুল্ক কর আরোপ করা হবে না এবং 'ভ্যাট'-এর আওতা বহির্ভূত রাখা হবে।**

**জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে আসছে বছর ভ্যাট আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশন সমূহ এর বিরোধিতা করছে। ব্যবসায়ীদের কারো কারো ধারণা ভ্যাট আইন কার্যকর হলে উৎপাদন ও বিপণনের প্রতিটি স্তরে ১৫% শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করা হবে। এ কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। এমনটা হলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং হিতে বিপরীত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবিলম্বে বিষয়টি স্পষ্ট করার অনুরোধ করছি। ক্রেতা-ভোক্তা পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সময় ভ্যাট পরিশোধ করে এবং সরকারি কোষাগারে ভোক্তা পরিশোধিত ভ্যাট জমা করা বিক্রেতার দায়িত্ব। অভিযোগ আছে, কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী ভোক্তা পরিশোধিত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা করেন না। ভ্যাট প্রশাসনের সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা গেলে আয় বহুলাংশে বাড়বে। ভ্যাট সংগ্রহে কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে সংযুক্ত Degital Cash Register ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলে ব্যাপক সুফল আসবে বলে আশা করা যায়। ভ্যাট নিবন্ধিকরণ প্রক্রিয়া সহজ করে ভ্যাট পরিশোধ উৎসাহিত করারও পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।**

**ষোল কোটি মানুষের দেশে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি আয়কর প্রদান করে।** কর আরোপযোগ্য ২,৫০,০০০.০০ টাকার সর্বনিম্ন আয়ের যে সীমা নির্ধারিত আছে, সে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন দেশের অনেক মানুষ। অধিকাংশই tax net এর বাইরে আছেন।

**রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রচেষ্টা আরও বেগবান হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তা-স্বার্থে করারোপযোগ্য আয়ের সীমা ন্যূনপক্ষে তিন লক্ষ টাকা নির্ধারণ সমীচিন হবে।**

কিছু কিছু পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এসব পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যুক্তিযুক্ত। তামাকজাত পণ্য তার অন্যতম। তা ছাড়া যে সব পণ্যে অতিরিক্ত চিনি বা চর্বি জাতীয় উপাদান আছে সে সব পণ্যও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। **রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে তামাকজাত পণ্যসহ এমন সকল পণ্যের ওপর বর্ধিত হারে করারোপ সুবিবেচনাপ্রসূত হবে।**

**বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম অনেক দিন ধরেই নিম্নমুখী।** সরকার ইতোপূর্বে প্রদত্ত ভর্তুকি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন দেশের বাজারে পূর্ব নির্ধারিত উচ্চ মূল্যে সকল প্রকার জ্বালানি তেলের বিক্রি অব্যাহত রাখে। ভর্তুকির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধিত হওয়ার পর দাম কিছুটা কমানো হয়। ভোক্তাদের আশ্বস্ত করা হয় নিম্ন মূল্য অব্যাহত থাকলে আবারও দাম কমানো হবে। এখন সরকার সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে। মাননীয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলছেন, 'বিশ্ব বাজারে তেলের দাম ভবিষ্যতে বাড়ার আশংকা আছে, তাই দেশের বাজারে দাম কমানো সঠিক হবে না।' দেখে শুনে মনে হয়, সরকারেকে ব্যবসায়িক মনেবৃত্তি পেয়ে বসেছে। জ্বালানি তেলের দাম কমানো হলে অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সে বিবেচনা কর্তাব্যক্তিদের নেই, তাঁদের দৃষ্টি 'লাভ'-এর ঝুলির দিকে। **আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ওঠা-নামার সাথে দেশের বাজারে মূল্য সমন্বয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত নয়, তবে বছরে ন্যূনপক্ষে একবার এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইনানুগ প্রক্রিয়ায় গণশুনানি করে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করতে পারে এবং বিশ্ববাজারের মূল্যের চেয়ে বাড়তি মূল্যের অর্থে 'Price Stabilization Fund' সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধি পেলে এই তহবিল ব্যবহার করে স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করতে পারে। এতে দাম ওঠানামার অনিশ্চয়তা দূর হবে, ভোক্তাস্বার্থও রক্ষিত হবে।**

সম্প্রতি **বিইআরসি গ্যাসের মূল্য দুই দফায় গড়ে প্রায় ২৩% বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছে।** কমিশন মূল্য বৃদ্ধি করে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে একটি তহবিল সৃষ্টি করে। ১৯৯৩ সালে উচ্চ মূল্যে বিদেশী কোম্পানিসমূহের নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের চুক্তির প্রেক্ষিতে গ্যাসের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার উক্ত গ্যাসের মূল্যের ওপর করারোপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এসআরও জারি করে। ২০০৯ সালে সৃষ্ট 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল'ও করমুক্ত রাখা হয়। এখন ভূতাপেক্ষ করারোপ করার ফলে 'রাজস্ব ঘাটতি' দেখা দিয়েছে। **কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর বিবেচনায় বিইআরসির এই আদেশ বেআইনি, অন্যায্য ও অযৌক্তিক। এ আদেশের বিরুদ্ধে ক্যাব উচ্চ আদালতে 'রিট আবেদন' করেছে। আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারিসহ দ্বিতীয় দফার মূল্য বৃদ্ধি ছয় মাসের জন্য স্থগিতের আদেশ প্রদান করে।**

দেশে গ্যাসের মজুদ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। এ কারণে দেশের শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানির কোন বিকল্প নেই। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের বিশাল গ্যাস মজুদ আছে। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারত পর্যন্ত গ্যাস লাইন নির্মাণের একটি প্রস্তাব তদানীন্তন সরকারের অনীহার কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এই সিদ্ধান্ত এখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হোক, মায়ানমার থেকে গ্যাস আমদানির জোর প্রচেষ্টা নেয়া সুবিবেচিত হবে।

**সরকার ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলপিজি আমদানির নানা প্রকল্প চূড়ান্ত করেছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০১৮ সালের পর দেশে কোন গ্যাস সঙ্কট থাকবে না। আমদানিকৃত এলপিজির মূল্য দেশীয় কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের মূল্যের কয়েক গুণ বেশি হবে। গ্যাসের মূল্য সহনশীল রাখার লক্ষ্যে দেশে বিদেশী কোম্পানিসমূহের উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাস ও এলপিজির মূল্য সকল প্রকার শুল্ক-কর মুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।**

বিদ্যুতের সরবরাহ সংকট নিরসনে সরকার বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। শতাধিক Rental and Quick Rental Power Plants স্থাপন করে বিদ্যুতের দুঃসহ সরবরাহ সংকটের সমাধান করা হয়েছে। ছোট ছোট এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় বেশী

হওয়ায় সরকারের পক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে আরেক দফা বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও অন্য কয়েকটি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ইতোমধ্যে বিইআরসিতে মূল্য বৃদ্ধির আবেদন করেছে। এতে ভোক্তারা শংকিত। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে। বাজারে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে না বলে একবার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। **বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সরকারের পরিকল্পিত বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে আছে। আসছে বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ত্বরান্বিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে Rental and Quick Rental Power Plant সমূহ বন্ধ করে বিদ্যুতের মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করছি।**

**ঢাকা ওয়াসা সম্প্রতি দুই দফায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মূল্য প্রায় ২৩% বৃদ্ধি করেছে।** তাদের যুক্তি সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছে, সরবরাহ ব্যয় বেড়েছে, তাই এই মূল্য বৃদ্ধি আবশ্যক হয়েছে। কর্তাব্যক্তিরা ব্যবসায়িক বিবেচনায় এ অন্যায্য কাজটি করেছেন। মৌলিক এসব সেবা প্রদান যে সরকারের দায়িত্ব তাঁরা তা বেমালুম ভুলে গেছেন। **গণপরিবহনের ভাড়া কারণে-অকারণে বাড়ানো এখন অনেকটা নিত্যদিনের ঘটনা।** শ্রমিক-মালিক সমিতিসমূহ অহরহ দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে হরতাল-ধর্মঘট ডেকে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছে। **স্বাস্থ্য সেবার মান ও মূল্যের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ওষুধের মূল্য লাগামছাড়া। কথায় কথায় হাসপাতালে হরতাল ডাকা হয়। মফস্বলের সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের অনুপস্থিতি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ডাক্তার ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফির কোন মানদণ্ড নেই এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় নিম্নমানের রিএজেন্ট ব্যবহার করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে জনগণের অধিকার বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। জনস্বার্থে এই অরাজক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়েছে। পরবর্তী বাজেটে জনকল্যাণ সম্পৃক্ত সকল খাতের উন্নয়ন, শৃঙ্খলাবিধান এবং ভোক্তা ও সরবরাহকারী-উৎপাদকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় গণশুনানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিইআরসির আদলে এক বা একাধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের ঘোষণা প্রত্যাশা করছি।**

জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদার সংস্থান জাতিসংঘ স্বীকৃত ভোক্তা অধিকার এবং রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বর্তমান সরকারের একটি বড় সাফল্য। এই বিরল সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে ধান চালের লাভজনক উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য সরকার মাঠ পর্যায় থেকে নির্ধারিত মূল্যে প্রতিবছর ধান-চাল ক্রয় করে। কিন্তু প্রায় অভিযোগ ওঠে সংগ্রহ কার্যক্রম বিলম্বে শুরু হওয়ার কারণে সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হয় আর মধ্যস্বত্বভোগী মৌসুমী ব্যবসায়ী শ্রেণী ও মিল মালিকরা লাভবান হয়। এ প্রেক্ষাপটে কৃষকের **উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্য মূল্য প্রদানের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান ধান-চাল উৎপাদন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে 'Contract Growing Scheme' গ্রহণ করে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ধান-চাল ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করছি।**

দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি আর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ভোক্তাস্বার্থ পরিপন্থী। বিগত দশকের অধিকাংশ সময় মুদ্রাস্ফীতি ছিল অনেকটা লাগামছাড়া- দুই অংকের হারে, আর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে দ্রুত। সাম্প্রতিক বছরে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছাড়াও দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কৃষিপণ্য এবং মাছ, মাংস, ডিম, ইত্যাদির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একই সাথে মানুষের আয় ও চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান দশকের বিগত কয়েক বছর বিশ্ব বাজারে পণ্যের মূল্য নিম্নমুখী এবং স্থিতিশীল। তবে বিশ্ব বাজারে পণ্যের মূল্যহ্রাসের প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রে দেশের বাজারে পরিপূর্ণভাবে হয়নি। দেশের ভোক্তারা সাধারণত বিলম্বে বিশ্ব বাজারে মূল্যহ্রাসের আংশিক সুফল ভোগ করছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পায়। ভোক্তাদের ধারণা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এমনটা হচ্ছে এবং সরকারের নিবিড় মনিটরিং কামনা করে। সে যাই হোক, সার্বিকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে দ্রব্যমূল্য বহুলাংশে স্থিতিশীল। ক্যাব-এর হিসাবে রাজধানী ঢাকায় ২০১৬ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬.৪৭ শতাংশ এবং পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়েছে ৫.৮১ শতাংশ। তবে দেখা যাচ্ছে **যুক্তিসঙ্গত**

**কারণ ছাড়াই হঠাৎ কোন এক বা একাধিক ভোগ্য পণ্যের মূল্য হু হু করে বৃদ্ধি পায়। যেমন সম্প্রতি মোটা চালের দাম বাড়ছে। গরুর মাংশের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোপূর্বে ভোজ্য তেল, গুঁড়ো দুধ, ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে। দেশে এখনও দুই কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। স্বল্প ও মাঝারি আয়ের মানুষ কয়েক কোটি। হঠাৎ কোন ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বল্প আয়ের এসব ভোক্তার জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অতি আবশ্যকীয় ১০ থেকে ১২টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য; যেমন মোটা চাল, আটা, ভোজ্য তেল, চিনি, গুঁড়ো দুধ, আলু, লবণ, ইত্যাদি চিহ্নিত করে এসব পণ্যের মূল্য যাতে ক্রয় সীমার মধ্যে থাকে সে ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক বিভাগ অথবা ভোক্তাস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন একটি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কৃষকের নিকট থেকে মোটা চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি ৩২ টাকা। ভোক্তা পর্যায়ে এই চালের বিক্রয় মূল্য ৩২ থেকে ৩৬ টাকা নির্ধারিত হতে পারে। দেশের কয়েকটি প্রধান খুচরা বাজারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় চালের মূল্য নিবিড়ভাবে মনিটরিং করবে, যদি মূল্য ৩২ থেকে ৩৬ টাকার মধ্যে ওঠানামা করে তবে সরকার বাজারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। যদি মূল্য ৩২ থেকে ৩৬ টাকার 'Swing limit' অতিক্রম করে ৩৬ টাকার বেশী হয় সাথে সাথে সরকার সরকারের মজুদ থেকে খোলা বাজারে মোটা চাল বিক্রি শুরু করবে। এতে বাজারে মোটা চালের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে এবং ভোক্তারা অনাকাঙ্খিত মূল্য বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বাজার অস্থিতিশীল বা manipulate করে কোন অসাধু ব্যবসায়ী চক্রও লাভবান হতে পারবে না। আমরা আশা করব মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবটি বিবেচনা করে আসন্ন বাজেটে দুই একটি পণ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তাবিত বাজার ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।**

'শিক্ষা' ভোক্তা অধিকার এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কারণে। সম্প্রতি এক বাজেট আলোচনায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিক্ষার কয়েকটি স্তরে পাঁচ গুণ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা অনুরাগী। সম্ভবত এটা তাঁর মনের কথা নয়। **বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে "আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য" সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুশাসন দেয়া আছে। আমরা অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং মেয়েদের জন্য স্নাতক ও সকল শিক্ষার্থীর জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার অনুরোধ করছি।**

দেশে শিক্ষার মান নিয়ে নানা কথা আছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা বহুলাংশে কর্মসংস্থান উপযোগী নয়। দেশে গার্মেন্টস খাত ও অনান্য শিল্প কল-কারখানায় মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান ও অনান্য দেশের নাগরিক কর্মরত আছেন এবং বেতন ভাতা থেকে তাঁরা প্রতিবছর কয়েক বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স তাঁদের দেশে পাঠান। দেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনসম্পদ না থাকার কারণেই শিল্প কারখানার মালিকগন বিদেশীদের নিয়োগ দানে বাধ্য হচ্ছেন। এ প্রেক্ষাপটে **দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দেশের শিল্প কলকারখানার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কর্মমুখী শিক্ষা দানের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।**

সঠিক ও নিরাপদ পণ্য ও সেবা ন্যায্য মূল্যে পাওয়া ভোক্তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার। অতি মুনাফা অর্জনের মানসিকতা আর ঘুষ-দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে ভোক্তাদের এসব অধিকার অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে কিন্তু নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা এখনও নেই। নকল, ভেজাল ও নিম্ন মানের ওষুধ স্বাস্থ্যসেবাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। পানি, বিদ্যুৎ আর গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত কোম্পানিগুলোর দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা আর অদক্ষতার কারণে ভোক্তাগণ শুধু বাড়তি বিলই পরিশোধ করছেন না, একই সাথে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ।

**সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩; ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫; প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।**

**এসব আইন বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত ও দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো এবং পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। আমরা আশা করব মাননীয় অর্থমন্ত্রী আগামী বাজেটে দিকনির্দেশনা ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রদান করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত সকল সরকারি সংস্থাকে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।**

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ এ স্বীকৃত একমাত্র ভোক্তা অধিকার সংগঠন। এটি একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল জেলায় এবং বেশ কিছু উপজেলায় ক্যাবের শাখা আছে। ভোক্তাদের সংগঠিত ও অধিকার সচেতন করার লক্ষ্যে ক্যাব কাজ করছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য ক্যাবের কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। সম্পদের স্বল্পতা এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। সরকার প্রতিবছরই নানা সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করেন। ব্যবসায়ীদের চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশন সমূহকেও নানা সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এ প্রেক্ষাপটে **আগামী বাজেটে ভোক্তাদের সংগঠন ক্যাব-কে যুক্তিসঙ্গত বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে সবিনয় অনুরোধ করছি।**